শেলী দাস চৌধুরী (১৯৬২-)

খুকুর পাঠাগার ও আমি

খুকুর পাঠাগার একদিন আচমকা ঢুকে গেছি আমি, খুকুকে খুঁজে পাচ্ছি না
আমি মনে মনে উচ্চারণ করলাম, খুকু কেউ উত্তর দিলো না;
খুকুর সেল্‌ফে হাত রাখি, বইয়ের পাহাড় স্পর্শ করি
গর্ব করি খুকু পণ্ডিত হবে;

খুকুর আই কিউ দেখে পুলকিত হই
খুকু কী অবলীলায় ইংরাজি বলে এই বয়সে
কী করে এই বিদেশী ভাষা রপ্ত করেছে
কে জানে, অথচ আমরা এই বয়সে
হলুদ হলুদ এক ধরণের ফল দিয়ে রসসিক্ত করতাম
কালো রঙের সেলেট আর লিখতাম,
আম, অজগর, আনারস, আর ভুল বানানে কুজ্ঝটিকা
কিংবা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছড়া কাটতাম
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে...।

খুকু অঙ্ক বোঝে, কী জটিল সব অঙ্ক
এক নিমেষে সমাধান করে ফেলে
যেন কম্পিউটার, বিস্ময় বালিকা
অথচ আমি এখনো আঙুলে শুনে শুনে যোগ করি
অঙ্ক বুঝি না।
খুকুর সেল্‌ফে হাত রাখি
কী নেই। কিন্তু একটিও বাংলা ভাষার বই নেই
খুকু বাংলা জানে না, বাংলা বলে ভেঙে ভেঙে
বিদেশী ভাষার মতো
খুকুকে নিয়ে আমাদের কত স্বপ্ন

খুকুর পাঠাগার আমার আত্মহনন করতে ইচ্ছা করে
খুকুর পাঠাগারে আমি একা ও আমার শব।

খুকু বিষয়ক

১.
অঙ্কে ভুল এবারো এবং বারবার
খুকুকে আমি গালি দিই, অভিশাপ দিই
তোর কিচ্ছু হবে না, যে অঙ্কে এত কাঁচা
তার কিচ্ছু হয় না, কিচ্ছু হয় না জীবনে
তোর কপালে দুঃখ আছে খুকু, আছে শূন্যতা
খুকু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, খুকু কি জানে
শূন্যতার মানে।

২.

খুকু পাহাড় করেছে জড়ো
কাগজের পাহাড়
ভুল অঙ্কের পাহাড়
আর তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে
চাঁদ
কী বিস্ময়কর
ভুল অঙ্কের পাহাড়ের
আড়ালে চাঁদ